পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরে

বিস্‌মিল্লাহীর্ রহমানির্ রহীম,

সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লি: এর ৩৫ বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে পৃথিবীর সকল দেশ, অঞ্চল এক দুর্যোগকালীন সময় অতিক্রম করছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য বিধি মেনে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী এ বছর ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২২ এর আয়োজন করা হয়েছে। এ মহতী অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হওয়ায় আপনাদের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন। পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের কর্মকান্ড, নিরীক্ষিত হিসাব ও অর্থনৈতিক তথ্যাবলীযুক্ত কোম্পানীর বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত বোধ করছি। কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ধারা-১৮৪ ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধি, নোটিফিকেশন মোতাবেক কোম্পানীর পরিচালক পরিষদ তাদের প্রতিবেদনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের দিকে নজর রেখে সংযুক্তি ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড ও সাফল্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আশা করি আপনাদের অব্যাহত সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় কোম্পানী উত্তরোত্তর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকশিত হবে।

কোম্পানী সম্পর্কিত তথ্য ঃ

১৯৮৭ সনের ১১ নভেম্বর ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ ৩.০০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত হয়। একই সনের ১৭ নভেম্বর বীমা অধিদপ্তর থেকে সাধারণ বীমা ব্যবসার রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয় এবং ২০ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৫ সনে পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ৬.০০ কোটি টাকায় এবং পরবর্তিতে মূলধন আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে বোনাস, রাইটস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ৭১.০৪ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের পৃষ্ঠপোষকতা, আন্তরিক সহযোগিতা এবং কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ৩৬ বছরে কোম্পানী বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিকুল অবস্থা, অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারনে এবং বিপুল পরিমান অংকের দাবী পরিশোধ সত্বেও ধাপে ধাপে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমতে এবং আপনাদেরসবার আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছবোই।

ব্যবসার পরিবেশ ও ভবিষ্যত প্রত্যাশা ঃ

২০২২ সনে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, কোভিড-১৯ মহামারী আবারও জাপান কোরিয়াসহ কিছু দেশে বিস্তার লাভ করে, যা বিশ্বব্যাপী যথেষ্ঠ উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। নতুন ধরণের কোভিড-১৯ এর ঢেউ সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক গৃহীত ছোট ও মধ্যম ধরণের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুতগতিতে পুনঃগঠিত হয়েছে। ব্যাপক প্রবাসী আয় প্রবাহ, রপ্তানি চাহিদা পুনরুদ্ধার এবং সরকারী বিনিয়োগ এর কারনে দেশের জিডিপি ২০২২ সনে ৭.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সনের শেষ দিকে বৈষিক মন্দার প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে ধাক্কা লাগে, ফলে বিলাসী পণ্য আমদানীতে বিধি-নিষেধ আরোপ করে যার ফলে আগামী বছরগুলি দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমতে পারে। আশাকরা যাচ্ছে ২০২৩ সনে জিডিপি ৫.৫% এবং ২০২৪ সনে ৬.৫% হতে পারে। বছর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে দাড়ায় ৩৩.৭৫ বিলিয়ন যা ২০২১ সনে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বোচ্চ ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিক ডলার ছিল। খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০২২ সনে মুদ্রাস্ফীতির হার ৮.৭১ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিগত কয়েক বছর যাবৎ প্রায় ৫.৬০ শতাংশে স্থীর ছিল।

বাংলাদেশে নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বর্তমানে সরকারী সাধারণ বীমা কর্পোরেশনসহ নন-লাইফ বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৪৬টি। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের বীমা শিল্পের উন্নয়নের হার ৫% যা মোট জিডিপির ০.৫৯% মাত্র। স্বল্প বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধীরগতি, অধিক করহার, বীমা সম্পর্কে মানুষের পর্যাপ্ত ধারণার অভাব ও ব্যবসা সম্প্রসারণের নিম্নগামী ধারা এই ব্যবসায়ের উন্নতির পথকে রোধ করে রেখেছে। আশার কথা হচ্ছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে আমরা স্বাগত জানাই এবং আশা করি বীমা শিল্পের স্থিতিশীল ও টেকসই উন্নয়নের জন্য আইডিআরএ কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় বীমা নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কাজের সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরন এবং কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বীমা কোম্পানীসমূহকে সময়োপযোগী ডিজিটালাইজেশন করার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং আশাকরি সকল বীমা কোম্পানীর জন্য সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও এখাতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে কর্তৃপক্ষ সফল হবে।

ব্যবসা পর্যালোচনা ঃ

নন-লাইফ বীমা ব্যবসা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিল্প-কারখানার উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং আমানত ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপর। এছাড়াও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ও কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগি হয়। বীমা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কিছু প্রতিবন্ধকতা এ শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যত পূর্ববর্তী বছর থেকে নিম্নগামী করে রেখেছে। তবে আশার কথা এই যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এই শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু বাস্তবমুখি পরিকল্পনা ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন ও বীমা কোম্পানীগুলি সার্বিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ণ শুরু হওয়ার ফলে বীমা শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আপনাদের কোম্পানী ২০২২ সনে মোট প্রিমিয়াম আয় করেছে ৬৭৮.০৪ মিলিয়ন যা ২০২১ সনে ছিল ৬৪৬.২৩ মিলিয়ন। গত বছরের তুলনায় প্রিমিয়াম ৪.৯২% বৃদ্ধি পেয়েছে। অবলিখন মুনাফা ২০২২ সনে ১৪১.২৫ মিলিয়ন টাকা অর্জন করেছে।

অগ্নি বীমা ব্যবসা ঃ

কোম্পানী ২০২২ সনে অগ্নি বীমা ব্যবসা থেকে মোট প্রিমিয়াম আয় করেছে ২৭৬.৮৯ মিলিয়ন যা ২০২১ সনে ছিল ২৩১.৫৮ মিলিয়ন। পুনঃ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের পর কোম্পানী ২০২২ সনে নীট প্রিমিয়াম আয় করেছে ১১৩.০৭ মিলিয়ন টাকা। অগ্নি বীমাতে ২০২২ সনে অবলিখন মূনাফা হয়েছে ১৯.৫৯ মিলিয়ন টাকা, ২০২১ সনের তুলনায় এ বছর অবলিখন মূনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নৌ কার্গো ও নৌ হাল ব্যবসা ঃ

নৌ কার্গো ও হাল ব্যবসা থেকে কোম্পানীর মোট প্রিমিয়াম আয় করেছে ২৫৬.৮০ মিলিয়ন টাকা যা ২০২১ সনে ছিল ২৫৮.৫০ মিলিয়ন টাকা। পূনঃ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের পর নৌ কার্গো ও হাল বীমা থেকে ২০২২ সনের নীট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ১৭৪.১৮ মিলিয়ন টাকা। নীট বীমা দাবী পরিশোধের পর এ বছর অবলিখন মূনাফা হয়েছে ১১৩.৯০ মিলিয়ন টাকা।

মটর ও বিবিধ বীমা ব্যবসা ঃ

কোম্পানী মটর বীমা থেকে ২০২২ সনে ৫৪.৪২ মিলিয়ন টাকা মোট প্রিমিয়াম আয় করেছে। পূনঃ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের পর মটর বীমা ব্যবসায় নীট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ৫০.৯৮ মিলিয়ন টাকা। নীট বীমা দাবী পরিশোধের পর এ বছর অবলিখন মূনাফা হয়েছে ৫.৮৯ মিলিয়ন টাকা।

বিবিধ বীমা ব্যবসা থেকে ২০২২ সনে মোট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ৮৯.৯১ মিলিয়ন টাকা। ২০২১ সনে ছিল ৯৪.৭৩ মিলিয়ন টাকা। নীট বীমা দাবী পরিশোধের পর এ বছর অবলিখন ১.৮৬ মিলিয়ন টাকা। ২০২১ সনে যা ছিল ৭.৫১ মিলিয়ন টাকা।

ক্রেডিট রেটিং ঃ

২০০৭ সনে প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ক্রেডিট রেটিং বাধ্যতামূলক করার পর আমরা সন্তোষজনক রেটিং অর্জন করে আসছি। ২০২১ সনের বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এণ্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (CRISL) কোম্পানীর ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধি, বীমা দাবী পরিশোধের আর্থিক সক্ষমতা, বিচক্ষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছলতা, বিনিয়োগ, তারল্য, আইটি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিবেচনা করে গত বছরের ক্রেটিড রেটিং এএ- থেকে উন্নিত করে ২০২২ সনের জন্য 'এএ'ক্যাটাগরীতে রেটিং করেছে।

মানব সম্পদ ঃ

আমরা বিশ্বাস করি ব্যবহারিক দক্ষতা ও গুনাবলী হচ্ছে গুনগত মানসম্পন্ন কাজের অন্যতম শর্ত। শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বারা ভাল কাজ পাওয়া যায় না। ভাল কাজের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে পেশাগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে ফেডারেল ইনস্যুরেন্স তার কর্মীদের "কর্মকালীন প্রশিক্ষন" এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আমাদের কর্মীদের গুনগত মান উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হয় যাতে করে তারা ভবিষ্যতে দক্ষতার সাথে কোম্পানীর কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে।

শাখা নেটওয়ার্ক ঃ

আমরা সারা দেশব্যাপী সর্বমোট ৩০টি শাখার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করছি। উপযুক্ত ভালো স্থানে আরো নতুন শাখা খোলার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে বাজারে আমাদের সক্রিয় উপস্থিতি যাতে আমাদের বীমা সেবা জনগণের জন্য সহজলভ্য হয়।

ব্যবস্থাপনা ঃ

জনাব এ এম এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর অত্র কোম্পানীর মূখ্য নির্বাহী কর্তকর্তা হিসেবে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মেয়াদ উত্তীণ হওয়ার প্রেক্ষিতে, পরিচালক পরিষদ তাঁকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে অত্র কোম্পানীর মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পরবর্তী ৩(তিন) বছরের জন্য পুনঃ নিয়োগ দিয়েছেন। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর স্মারক নং-৫৩.০৩.০০০০.০৫২.১১.০০৮.২২.৫৯ তারিখ ০৪ অক্টোবর ২০২২ এর মাধ্যমে উক্ত নিয়োগ অনুমোদন লাভ করেন।

অফিস স্পেস ক্রয় ঃ

কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়, নাভানা ডিএইচ টাওয়ার এ স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রধান কার্যালয়ের দুটি বিভাগ যথা হেড অফিস সেলিং বুথ ও শেয়ার বিভাগ বর্তমানে ভাড়াকৃত অফিস স্পেস, ২ নং পান্থপথ, সুমনা গণি টাওয়ারে ৭ম তলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ৬৯/১ পান্থপথ এ অবস্থিত সুভাস্তু চন্দ্রশিলা ভবনের ৪র্থ তলায় ২১৫০ বর্গফুটের একটি অফিস স্পেস ক্রয়য়ের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রধান কার্যালয় থেকে উক্ত অফিস স্পেসে হেটে যেতে ৩/৫ মিনিট সময় লাগবে। পরিচালক পরিষদের ২৮/০৭/২০২২ তারিখের সভায় উক্ত ৬৯/১ পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকাস্থ ১৬ (ষোল) তলা বিশিষ্ট 'সুবাস্তু টাওয়ার' নামীয় ইমারতের নীচ তলায় একটি কার পাকিংসহ ৪র্থ তলার ২,১৫০ (দুই হাজার একশত পঞ্চাশ) বর্গফুট বিশিষ্ট টাইপ "এ-৩" নং ফ্ল্যাট ও উহার যাবতীয় কমন ব্যবহারের সুযোগ সুবিধাদিসহ ফ্লোর স্পেসটি প্রতি বর্গফুট টা: ১১,০০০/-

(এগার হাজার) এবং পার্কিং ও ইউটিলিটি বাবদ টা: ৩,৫০,০০০/- সর্বমোট টা: ২,৪০,০০,০০০/- (টাকা দুই কোটি চল্লিশ লাখ) মাত্র (রেজিষ্ট্রেশন খরচ + ভ্যাট + কর ইত্যাদি বাদে) ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়। প্রস্তাবিত অফিস স্পেসটি প্রধান কার্যালয়ের দুটি বিভাগ যথা হেড অফিস সেলিং বুথ ও শেয়ার বিভাগ ছাড়াও মার্কেটিং বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চেম্বার এবং মতিঝিলস্থ স্টোর বিভাগ এর কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং আর্থিক বিবরণীর উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন ঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আপনাদের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে,

(ক) কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং সংযুক্ত টিকাসমূহ কোম্পানী আইন ১৯৯৪, বীমা আইন ২০১০, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বীমা আইন ১৯৩৮, বীমা বিধিমালা-১৯৫৮ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন ১৯৮৭ অনুযায়ী পেশ করা হয়েছে। এ বিবরণীসমূহ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, সমাপ্ত বছরের কার্যক্রমের ফলাফল এবং নগদ অর্থ প্রবাহের প্রকৃত চিত্র প্রতিফলন করে।

(খ) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত কিছু সংখ্যক পরামর্শের প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

(১) কোম্পানীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর/পদত্যাগের পর কোম্পানী চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য গ্রাচুইটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি পরিশোধ করে আসছে। নিরীক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী এই খাতে বর্তমান বৎসরেও প্রভিশন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় প্রভিশন করা হবে।

(২) 'বকেয়া প্রিমিয়াম' বীমা আইন ২০১০ প্রনীত হওয়ার পূর্বের এবং উক্ত প্রিমিয়াম আদায়ের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ৩০ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত টা: ১৩,৬৬,৭৩৫/- (টাকা তের লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশো পয়ঁত্রিশ) আদায় হয়েছে।

(৩) 'এজেন্ট ব্যালেন্স', 'কালেকশন কন্ট্রোল একাউন্ট', 'ডিপোজিট এণ্ড প্রি-পেমেন্ট' এবং 'প্রি-পেইড এক্সপেন্স' খাত হতে আদায় যোগ্য পরিমান আদায়ের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং অনাদায়ী পরিমান নিরীক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী এ বছর রাইট অফ করা হয়েছে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে পর্যায়ক্রমে রাইট অফ করা হবে।

(৪) বিগত বছরের নিরীক্ষীত আর্থিক বিবরণীর উপর ভিত্তি করে বর্তমান বছরে আয়কর ভিত্তিক অবচয় নির্ধারণ করে Deffered Tax গননা করা হয়েছে।

(৫) কোম্পানী প্রতি বছর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী আয়কর প্রভিশন করে এবং নিয়মানুযায়ী কোম্পানীর আয়কর রিটার্ণ জমা দেওয়া হয়। আয়কর এসেসম্যান্ট জটিল বিষয় হওয়ায় এবং আইনি প্রক্রিয়ার কারণে এখনো চুড়ান্ত আয়কর নির্ধারন করা হয়নি। তবে এই বিষয়টি অতিসত্ত্বর সমাধা করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(গ) কোম্পানীর প্রয়োজনীয় হিসাব বহিসমূহ সঠিকভাবে তৈরী করা হয়েছে।

(ঘ) আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরীতে সঠিক হিসাব নীতিমালাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরন করা হয়েছে। ব্যত্যয়সমূহ প্রকাশ করা হয়েছে। হিসাবের অনুমানসমূহ যুক্তিসঙ্গত এবং যথাযথভাবে করা হয়েছে।

(ঙ) আন্তর্জাতিক হিসাবমানসমূহ যা বাংলাদেশে প্রযোজ্য সে অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

(চ) অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা স্বচ্ছভাবে প্রণীত। যার প্রয়োগ এবং পর্যবেক্ষন সুন্দরভাবে পালন করা হচ্ছে।

(ছ) চলমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানীর সক্ষমতায় কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই।

(জ) নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে গৃহীত বিনিয়োগ স্বার্থ পরিপন্থি সিদ্ধান্ত থেকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণ সুরক্ষিত।

(ঝ) অন্তর্বতীকালীন লভ্যাংশ হিসেবে কোন প্রকার বোনাস শেয়ার বা স্টক ডিভিডেন্ড প্রদান করা হয়নি।

(ঞ) প্রতিবেদনকালীন সময়ে কোন অস্বাভাবিক কার্যক্রম সংগঠিত হয়নি।

(ট) গত বছরের কার্যক্রমের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ কোন বিচ্যুতি নাই।

বোর্ড সভার উপস্থিতি ঃ

বোর্ড সভার সংখ্যা এবং পরিচালকদের উপস্থিতি কর্পোরেট গভার্ন্যান্স এর সংযুক্তির সাথে দেখানো হলো। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সভায় উপস্থিতির জন্য সকল পরিচালকগণ আট হাজার টাকা করে ফি পেয়ে থাকেন। নিরপেক্ষ পরিচালকসহ পরিচালকবৃন্দের বোর্ড সভায় উপস্থিতির ফি অডিট রিপোর্টের নোট নং ৪২.০০ এ দেওয়া হয়েছে।

শেয়ারহোল্ডিং ধরণ ঃ

বিএসইসি নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৫ (XXIII) অনুযায়ী কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডিং এর ধরন সংযুক্তি হিসাবে দেয়া হলো।

আর্থিক তথ্যসমূহ ঃ

কোম্পানীর বিগত ৫ বছরের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও অন্যান্য তথ্যসমূহ আর্থিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

পরিচালকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

কোম্পানীর পরিচালকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আর্থিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সম্পর্কিত পক্ষসমূহের লেনদেন

বিএসইসি নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৫ (VI) অনুযায়ী সম্পর্কিত পক্ষসমূহের লেনদেন অডিট রিপোর্টের নোট নং ৩৮.০০ এ উল্লেখিত রয়েছে।

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন :

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বার্ষিক প্রতিবেদনে এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার প্রতিবেদন :

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৫ (ঠওও) অনুযায়ী কোম্পানীর নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এর প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হলো।

নমিনেশন এণ্ড রিম্যিউনারেশন কমিটি(এনআরসি) ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৬ অনুযায়ী নমিনেশন এণ্ড রিম্যিউনারেশন কমিটি গঠন করা হয়। কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের ৪ জন নিরপেক্ষ পরিচালক এবং ৩ জন উদ্যোক্তা/শেয়ারহোল্ডার পরিচালক এর সমন্বয়ে পরিচালক পরিষদের নমিনেশন এণ্ড রিম্যিউনারেশন কমিটি গঠন করা হয়। নিরপেক্ষ পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন জনাব সফর রাজ হোসেন, চেয়ারম্যান অডিট কমিটি, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, নিরপেক্ষ পরিচালক, জনাব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, নিরপেক্ষ পরিচালক, জনাব তাহরির নেওয়াজ, পরিচালক জনাব একেএম জিয়া উদ্দিন চৌধুরী, পরিচালক ও জনাব আবরারুল হক, পরিচালক, সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছেন কোম্পানী সচিব। এনআরসি পরিচালক পরিষদের সদস্য ও উর্ধতন কর্মকর্তাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, স্বতন্ত্রতা বিচারের সুপারিশ নীতি ও তাঁদের কার্য পরিধি এবং সেলামী নির্ধারণ করতে বোর্ডকে সহযোগিতা করে। ২০২২ সনে এনআরসির ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ৯(ও) অনুযায়ী কোম্পানীর কর্পোরেট গভার্নেন্স পরিপালনের সনদ প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হলো।

সামাজিক দায়বদ্ধতা (কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি) :

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) বা সামাজিক দায়বদ্ধতা এর আওতা সীমিত পরিসরে অব্যাহত রেখেছে। পরিচালকমন্ডলীর সিদ্ধান্তক্রমে কোম্পানীর আর্থিকভাবে অসচ্ছল স্টাফ বা অন্যান্য ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। এ ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রনয়নের মাধ্যমে কর্মকান্ড শুরু হয়েছে।

* বিগত বছরে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় কর্তৃক বিশেষ বিশেষ দিবস পালন উপলক্ষ্যে প্রচারে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছে।
* জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা শিল্পে যোগদান উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১লা মার্চ কে জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা করা হয়। জাতীয় বীমা দিবস কে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়সহ শাখা অফিস সমুহে ব্যানার ও ঢাকা শহরের গুরুত্ব সড়কে ও সড়কদ্বীপে ফেস্টুন টাঙ্গানো হয়েছে এবং বিভিন্ন পত্রিকা/স্মরনিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।

* বিভিন্ন শিল্প, সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠানে অথবা প্রকাশনায় আর্থিকভাবে অথবা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছে।
* বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

মুনাফা ও লভ্যাংশ ঃ

২০২২ সনে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ কারনে অর্থনৈতিক সংকট তৈরী, ডলারের উচ্চমূল্য ও নানাবিধ বিধি নিষেধের করণে আমদানী-রপ্তানী হ্রাস এবং মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রভাব পুরাপুরি শেষ না হওয়ায় বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তার প্রভাব আমাদের কোম্পানীতেও পড়েছে। আপনারা শুনে সুখী হবেন যে নানাবিধ প্রতিকুলতা সত্ত্বেও কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের ন্যায় ২০২২ সালেও বিপুল পরিমান বীমা দাবী পরিশোধের পরও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যকরী কিছু নির্দেশনার কারনে কোম্পানীর মুনাফা স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। তবে কোম্পানীর তারল্যে বেশ প্রভাব পড়েছে এবং কোম্পানী ২০২২ সালে ১১৭.৮২ মিলিয়ন টাকা করপূর্ব নীট মুনাফা করতে সক্ষম হয়েছে। মুনাফা থেকে ৪১.৭৬ মিলিয়ন টাকা আয়কর প্রভিশন করা হয়েছে এবং ১৩.০০ মিলিয়ন টাকা ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতির জন্য রিজার্ভ করা হয়েছে। কোম্পানীর মুনাফা হওয়ায় লভ্যাংশ প্রদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে সকল শেয়ারহোল্ডারকে ৭১,০৩,৯৬,৪৩০.০০টাকা পরিশোধিত মূলধনের উপর ১০% নগদ ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য পরিচালক পরিষদ সুপারিশ করেছেন।

ব্যালেন্স শীট তারিখের পরবর্তী বিষয়াদি ঃ

চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী অথনৈতিক অনিশ্চিয়তা, ডলার সংকটের কারণে আমদানী-রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। আশার কথা হলো মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের বেশী মানুষকে টিকার আওতায় আনার কারণে বাংলাদেশে এখন কোভিড-১৯ মহামারীর ঝুঁকি কমে যাওয়ার কারণে এ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধসমূহ তুলে নেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি গতি লাভ করবে এবং ক্রমান্বয়ে গতানুগতিক ধারায় ফিরে এই আশাবাদ ব্যক্ত করা যাচ্ছে। অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তিসমূহ যথা তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি চাহিদা বৃদ্ধি, প্রবাসী আয় প্রবাহ, অবকাঠামো প্রকল্পে সরকারী বিনিয়োগ ২০২২ সাল থেকে গতি ফিরিয়ে আনতে ও উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি পেতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আগামীতে বীমা কোম্পানীগুলোর প্রতিযোগিতা তীব্রতর হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা শিল্প বিকাশে সহায়ক। তবে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বীমা শিল্পের প্রতিযোগিতা আমাদের দেশে কাঙ্খিত পরিবেশ এবং নিয়মকানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সুষ্ঠুতা এবং আইনানুগতা নিশ্চিত করা না গেলে বীমা শিল্পের ভবিষ্যত সংকটাপন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। সব কিছু বিবেচনায় রেখেই এই শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে সহযোগিতা এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের স্বার্থ সংরক্ষণ করে উচ্চতর সেবা ও নৈতিকতার মাধ্যমে লাভজনকভাবে কোম্পানীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পে আমরা বদ্ধপরিকর।

উল্লেখ্য, ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে প্রস্তুতকৃত ব্যালেন্স শীট এর পরবর্তী সময়ে কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয়ের ধারা প্রায় একই আছে। বড় ধরণের কোন বিপর্যয় না হলে আগামীতে মুনাফা বৃদ্ধি আশা করা অত্যন্ত সংগত।

উদ্যোক্তা পরিচালকদের অবসরগ্রহন এবং পুণ: নির্বাচন ঃ

কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর ১১৪ নং আর্টিকেল অনুযায়ী নিম্নলিখিত উদ্যোক্তা পরিচালকগণ অবসর গ্রহণ করেন :

১। জনাব ইলিয়াস সিদ্দিকী
২। বেগম খাদিজাতুল আনোয়ার, এমপি
৩। আলহাজ্ব ছবিরুল হক
৪। জনাব একেএম জিয়াউদ্দিন চৌধুরী

কোম্পানীর আর্টিকেল্স অব এসোসিয়েশন এর ১১৬ নং আর্টিকেল অনুযায়ী উদ্যোক্তা পরিচালকগণ পুনরায় নির্বাচনের যোগ্য এবং তাঁরা সকলে পুণঃ নির্বাচনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

পাবলিক শেয়ারহোল্ডার থেকে পরিচালক নির্বাচন ঃ

কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর ১১৪ নং আর্টিকেল অনুযায়ী পাবলিক শেয়ারহোল্ডার (গ্রুপ-বি) এর মধ্যে জনাব ফারাজ করিম চৌধুরী অবসর গ্রহণ করেন।

নিরপেক্ষ পরিচালক ঃ

কোম্পানীর নিরপেক্ষ পরিচালক জনাব জামাল আবদুল নাছের চৌধুরীর নিরপেক্ষ পরিচালক হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদ গত ২৯.০১.২০২৩ তারিখে শেষ হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর ১(২) ই অনুযায়ী তিনি অবসর গ্রহণ করেন। উপরোক্ত নোটিফিকেশন অনুযায়ী তিনি পরবর্তী মেয়াদের জন্য পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য নহেন। কোম্পানীর পরিচালক পরিষদ তাঁর স্থলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমানকে এক মেয়াদের জন্য (তিন বছর) গত ২৭/১০/২০২২ তারিখের সভায় নিয়োগ দিয়েছেন যা ৩০.০১.২০২৩ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন তাঁহার নিয়োগ সম্মতি দিয়েছেন।

কোম্পানীর নিরপেক্ষ পরিচালক অডিট কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সফর রাজ হোসেন গত ২৪.০২.২০২০ তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশ নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর ১(২) ই অনুযায়ী তিনি অবসর গ্রহণ করেন। উপরোক্ত নোটিফিকেশন অনুযায়ী তিনি পরবর্তী এক মেয়াদের জন্য পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। গত ২৫.০১.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালক পরিষদের সভায় জনাব সফর রাজ হোসেনকে দ্বিতীয় মেয়াদের (তিন বছর) জন্য নিয়োগ দিয়েছেন। পরিচালক পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরপেক্ষ পরিচালকজনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ও জনাব সফর রাজ হোসেন কে এক মেয়াদের জন্য (তিন বছর) কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের সদস্য হিসেবে অনুমোদনের সুপারিশ করেছেন।

অডিটর নিয়োগ ঃ

(ক) কোম্পানীর ৩৪ বার্ষিক সাধারণ সভায় চার্টার্ড একাউন্টেন্টস মেসার্স জি. কিবরিয়া এন্ড কোং, চাটার্ড একাউনটেন্টস, কে অডিটর নিয়োগ করা হয়। তাঁরা ২০২৩ সনের জন্য পুণঃ নিয়োগ যোগ্য। তাঁরা ২০২৩ সনের অডিটর হিসেবে দায়িত্বে নিযুক্ত থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

(খ) কোম্পানীর ৩৪ বার্ষিক সাধারণ সভায় চার্টার্ড একাউন্টেন্টস মেসার্স শফিক বসাক এণ্ড কোং, চাটার্ড একাউনটেন্টস, কে কোম্পানীর কর্পোরেট গভ্যার্ন্যান্স্ কমপ্লায়েনস্ কোড নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। তাঁরা এ দায়িত্বে নিযুক্ত থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পুণঃ নিয়োগের যোগ্য বিধায় ২০২৩ সনের জন্য তাঁরা পুনঃ নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন।

কর্পোরেট গভ্যার্ন্যান্স্ঃ

ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেট গভ্যার্ন্যান্স্ ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ও যত্নশীল। কর্পোরেট গভ্যার্ন্যানস্ পরিচালন এখন সময়ের দাবী। এরমধ্যে দায়বদ্ধতা, তথ্য প্রকাশ, স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার সঠিকতা অন্তর্ভুক্ত। আমরা সর্বদা কর্পোরেট সুশাসনের এই বৈশিষ্টগুলি ধারন করি এবং আমাদের প্রতিযোগি, গ্রাহক ও নীতিনির্ধারকদের নিকট অনুরূপ প্রত্যাশা করি। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ৩জুন ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ এর সুপারিশসমূহ কোম্পানীতে কার্যকর করা হচ্ছে/রয়েছে। উপরিল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের ৯ নং ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর কমপ্লায়েনস্ এর বিবরণী এবং চার্টার্ড একাউন্টেন্টস এর রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

উপসংহার ঃ

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানীকে অব্যাহত সমর্থন এবং সহযোগিতার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, রেজিষ্ট্রার অফ জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এণ্ড ফার্মস, বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স একাডেমি, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি: এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলী লিষ্টেড কোম্পানীজসহ সংশ্লিষ্ট সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষ সমুহকে পরিচালক পরিষদ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

পরিচালক পরিষদ দেশের একমাত্র পুণ:বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে তাদের পরামর্শ সহযোগিতা এবং সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

পরিচালক পরিষদ কোম্পানীর সকল শুভাকাঙ্খী, বীমা গ্রহীতা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহ কৃতজ্ঞতার সাথে রেকর্ডভূক্ত করছে এবং কোম্পানীর সম্মানীত বীমা গ্রহীতাকে উচ্চমান সেবা প্রদান অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

পরিচালক পরিষদ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কোম্পানীর সকল উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকেও তাদের উৎকর্ষিত সেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

পরিশেষে ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য নির্বাহী কমিটিসহ কোম্পানীর বিভিন্ন কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যানবৃন্দ, কোম্পানীর ভাইস-চেয়ারম্যান এবং পরিচালকমণ্ডলী এর নিরলস শ্রম এবং কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের অব্যাহত সমর্থন, অকৃত্রিম সহযোগিতা এবং মূল্যবান পরামর্শ কোম্পানী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ সমর্থন-সহযোগিতা কামনা করছে।

সর্বোপরি, সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদিত হওয়ায় মহান আল্লাহ তা'লার নিকট কোম্পানী শুকরিয়া আদায় করছে এবং ভবিষ্যত কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সফলভাবে পরিচালনার জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে।

আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনায়।
আল্লাহ হাফেজ।
পরিচালক পরিষদের পক্ষে

এনামুল হক
চেয়ারম্যান